Q. Analyse the pattern and characteristics of Japanese economic growth in the post Meiji restoration phase with special reference to the role of private enterprise.

→ মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে অর্থনৈতিক কারণ আলোচনা কর। এটি মেইজি ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ...

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী যুগে জাপানে যে সমস্ত সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অর্থনৈতিক সংস্কার। *জি. সি. অ্যালেন* তাঁর *"A Short Economic History of Japan"* গ্রন্থে বলেছেন, অর্থনৈতিক অবক্ষয় শোগুনতন্ত্রের পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ফলে মেইজি নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার করা ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। *কামেকিচি তাকাহাসি* তাঁর *"The Rise and Development of Japan's Modern Economy"* গ্রন্থে ইউরোপ ও জাপানের সামন্ততন্ত্রের অবসান প্রক্রিয়ার তুলনা করে বলেছেন, জাপানের পরিস্থিতি আলাদা হলেও একথা ঠিক যে সেখানে সামন্ততন্ত্রের অবসান ও ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল দ্রুত গতিতে। *জে. হার্শমায়ার* তাঁর *"Origins of Entrepreneurship in Meiji Japan"* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, শোগুনযুগে জাপানে এক সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে উঠেছিল, যেখানে শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য ও জাতীয় ঐক্য ছিল, যা এই দ্রুত পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল। *ই. এস. ক্রকোর* *"The Cambridge History of Japan (Vol. 6)"* গ্রন্থে একই মত পোষণ করেছেন। শোগুন যুগে যে ভিত্তি তৈরী হয়েছিল তা অনেক সহায়ক ছিল বলে দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠীও *"Historical Roots of Industrial Entrepreneurship in India and Japan"* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

1858 থেকে 1866 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে বেশ কিছু বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে বিদেশীদের কাছে অবাধ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং শুল্ক ব্যবস্থার উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী *মাৎসুকাটা* বুঝতে পেরেছিলেন, এর ফলে একদিকে যেমন প্রতিকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্যের দরুণ ধাতুমুদ্রা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি হস্তশিল্প ধ্বংস হতে থাকে এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রবল হতে থাকে। প্রচুর পরিমাণ কাগজের নোট ছাপানোর ফলশ্রুতি ছিল মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এই মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া সামুরাই শ্রেণীকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করলে তারা নতুন সরকারের বিরোধী হয়ে ওঠে। *টি. সি. স্মিথ* বলেছেন, সামুরাই সমস্যা যেহেতু ছিল মূলত অর্থনৈতিক, সেহেতু অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল। *মাৎসুকাটা* বুঝতে পেরেছিলেন, অসম বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে জাপানকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন দেশীয় বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস করা। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন স্তরে নতুন শিল্পোদ্যোগ।

প্রথমে মেইজি সরকার বিদেশীদের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। কেবল *ইয়োকোহামা, ওসাকা, হিয়োগো, নাগাসাকি, নিগাতা* ও *হাকোদা* বন্দরগুলি বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত হয়। 1872 খ্রীষ্টাব্দের *'Mining Memorandum'* অনুযায়ী বিদেশীদের দ্বারা জাপানে খনি খনন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিদেশীদের জমির মালিক হওয়ার অধিকার রদ করা হয়। *'কাবুনাকামা'* বা *গিল্ড* ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। কেবলমাত্র মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 1876 খ্রীষ্টাব্দে সরকার জনসাধারণের মধ্যে ঋণপত্র ছাড়ে, সামুরাইদের প্রদেয় ভাতা বা *'সিজোকু'* সরকারী তমসুকে রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হিসাবে মার্কিন মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য সে দেশে একটি কমিশন প্রেরিত হয়, যার সুপারিশ অনুযায়ী দশমিক পদ্ধতি চালু করা হয়। একটি জাতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্গে বিদেশী মুদ্রার অনুপ্রবেশ রোধ করার উদ্দেশ্যে 1872 খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত হয় *'National Banking Act'* এবং 1876 খ্রীষ্টাব্দে তাতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। মার্কিন আদলে ব্যাঙ্কগুলিকে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করা হয়েছিল। *ই. এস. ক্রকোর* মন্তব্য করেছেন, মেইজি জাপানে প্রথম বাণিজ্য উদ্যোগ হিসাবে জাপানের ব্যাঙ্কগুলি গড়ে উঠেছিল এবং এরই পরিণতি হিসাবে 150টি জাতীয় ব্যাঙ্ক তৈরী হয়েছিল। তবে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে 1878 খ্রীষ্টাব্দে জাপানে পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে *মাৎসুকাটা* মুদ্রা সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করেন এবং 1882 খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে গড়ে ওঠে *'Bank of Japan'*। এই ব্যাঙ্কই একমাত্র কাগজী নোট ছাপার অধিকার অর্জন করে। সাধারণ ব্যাঙ্কিং-এর দায়িত্ব পালন করে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। *ইয়োকোহামা স্পেসি ব্যাঙ্ক*-এর মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীকৃত ঋণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। *হিউ প্যাট্রিক* তাঁর *"Japan 1868-1914"* প্রবন্ধে বলেছেন, জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাৎক্ষণিক চাহিদা মিটিয়ে মেইজি জাপানের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল।

জাপানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যুগে শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি। প্রথমত, রাষ্ট্রীয়

মালিকানাধীন ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছিল। একমাত্র সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য শিল্পগুলির বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াকে সরকারী মদত দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী পুঁজির আওতার বাইরে রাখার জন্য নানা ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

মাৎসুকাটা বুঝেছিলেন, আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পুঁজি, যার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল করব্যবস্থা এবং ঋণ সৃষ্টি বা *'credit creation'*-এর উপর। মুদ্রার মাধ্যমে ভূমিকর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় এবং 1880-র দশকে মাৎসুকাটার *মুদ্রাহ্রাস নীতি*-র ফলে কৃষিপণ্যের দাম কমলে কৃষকেরা অসুবিধার মধ্যে পড়ে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। *জি. সি. অ্যালেন* বলেছেন, এই নীতি আয় বন্টনের ক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধির দিকে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। কারণ 1880 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী রাজস্বের 78% আসত ভূমিকর থেকে। 1913 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আদায়ীকৃত রাজস্বের মাত্র 15% আসত শিল্প ও বাণিজ্য থেকে। উপরন্তু শিল্পপুঁজির প্রধান উৎস ছিল রাষ্ট্র, যা সে ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে জোগান দিত। 1867-75-র মধ্যে রাষ্ট্রের মোট 406.7 মিলিয়ন ইয়েন আয়ের মধ্যে ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছিল 123.5 মিলিয়ন ইয়েন। তবে বিদেশী ঋণ বা বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীলতা না থাকার ফলেই জাপানের পক্ষে শিল্পনির্ভর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। *জন হ্যালিডে* তাঁর *"A Political History of Japanese Capitalism"* গ্রন্থে বলেছেন, পুঁজি সংগ্রহের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা ছিল স্বল্প মজুরীদানের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ। তাছাড়া 1895 ও 1900 খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণ রাষ্ট্রকে শিল্পের জন্য পুঁজি সংগ্রহে সাহায্য করেছিল।

জাপানের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ ছিল ব্যয়সাপেক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা। পরে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল পরিবহনের অভূতপূর্ব উন্নতি। 1872 খ্রীষ্টাব্দে *টোকিও* ও *ইয়োকোহামার* মধ্যে 19 মাইল এবং 1874 খ্রীষ্টাব্দে *কোবে* ও *ওসাকার* মধ্যে দ্বিতীয় লাইনটি শেষ হয় এবং 1877 খ্রীষ্টাব্দে তা *কিয়োটো* পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ফলে এই সময় নাগাদ পূর্বের $^1/_7$ অংশ খরচে 40,000 টন মাল পরিবহন সম্ভব হল। 1880-র দশকে জাপানে রেলপথের বিস্তার ঘটেছিল 1000 মাইলেরও বেশী এবং প্রায় 20 লক্ষ যাত্রী রেলে যাতায়াত করতে সক্ষম হয়। 1900 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রেলপথ ছিল প্রায় 34,000 মাইল। পরিবহনের এই উন্নতি ছিল নিঃসন্দেহে শিল্পায়নের সহায়ক। তবে ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় রেলপথ নির্মাণের জন্য বেসরকারী বিনিয়োগও বৃদ্ধি ঘটানো হয় এবং তা দাঁড়ায় সমগ্র ব্যয়ের প্রায় $^3/_4$ অংশ। 1886-92 সময়কালে বেসরকারী বিনিয়োগে 14টি রেল কোম্পানী গড়ে উঠেছিল। এদের অনেক ক্ষেত্রেই সরকার উদার হস্তে ঋণ ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। এছাড়া 1880 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানের প্রধান শহরগুলির মধ্যে সরকারী টেলি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে আধুনিক শিল্পায়নের একটা পরিকাঠামোগত ভিত্তি বা *'infrastructure'* তৈরী হয়।

সাৎসুমা বিদ্রোহের পর থেকেই জাপানে পুরোপুরি সরকারী উদ্যোগে সামরিক শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। মেইজি সরকারী নেতৃবৃন্দ রণকৌশলগত শিল্প বা *'Strategic Industries'*-এর বিকাশের উদ্যোগ নেয়, যার উপর আধুনিক সামরিক শিল্প দাঁড়িয়েছিল। 1881-87 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সামরিক খাতে জাপান ব্যয়বৃদ্ধি করেছিল 60% এবং 1881-91 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নৌশিল্পে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছিল 200%। এই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে *হাইয়োগো* বা বর্তমান *কোবে* অঞ্চলে একটি জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে তোলা হয়। এর ফলে শোগুন যুগের *নাগাসাকি* ও *ইয়োকোসুকো* নিয়ে মোট তিনটি জাহাজ নির্মাণ কারখানার মালিকানা সরকারী হাতে থাকে। *ইয়োকোসুকো* থেকে 1870-এর দশকে 1000 টনের দু'টি জাহাজ তৈরী করা হয় এবং 1883 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নাগাসাকি 10টি এবং *হাইয়োগো* 23টি স্টীমার তৈরী করে। এছাড়া সরকার *টোকিও* এবং *ওসাকা*তে কামান, রাইফেল ও গোলা-বারুদ তৈরীর কারখানা স্থাপন করে। বিদেশী প্রযুক্তি নিয়ে বিদেশী মডেলে সমরাস্ত্র প্রস্তুত হলেও নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদেশীদের এইসব কারখানায় নিয়োগ করা হত না।

একমাত্র তামা ও কয়লা ছাড়া স্বনির্ভর শিল্প গড়ে তোলার মতো কাঁচামাল না থাকার কারণে জাপান কৃষিজ কাঁচামাল যথা, তুলা ও কাঁচা রেশমের উপর নির্ভর করে বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দেয়। এই শিল্প প্রধাণত বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠলেও সরকার উদ্যোগীদের ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা করে দেয়। তাছাড়া সরকারী উদ্যোগে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 1930 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান এ ব্যাপারে স্বনির্ভর ছিল না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় মদতে এই শিল্প গড়ে উঠেছিল। 1900 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গড়ে ওঠা 7,171টি কারখানার মধ্যে বস্ত্রশিল্পের কারখানা ছিল 4,150টি। এর মধ্যে 2,388টি কারখানা ছিল যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত। 1890-1913 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রেশম বস্ত্রের উৎপাদন প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জাপানে $^3/_4$ অংশ রেশমবস্ত্র যান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদিত হত। সূতাশিল্পের ক্ষেত্রেও জাপানে যন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। উৎপাদিত রেশম বস্ত্রের $^3/_4$ অংশ এবং সূতাবস্ত্রের অর্ধেক জাপান বিদেশে রপ্তানী করত।

এছাড়া প্রথম থেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল দেশলাই ও কাগজ তৈরীর কারখানা। মেইজি যুগের অর্থনৈতিক

বিকাশে বণিক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাদের অতীত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কাজে লাগে। তবে তাঁদের বেশিরভাগই চিরাচরিত বাণিজ্যিক কর্ম এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং অন্য উদ্যোগপতিদের দ্বারা নতুন শিল্প উন্মুক্ত ও লাভজনক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন। বৃহৎ ফার্মগুলির মধ্যে *মিৎসুই* পরিবারই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। মিনোমুরা রিজেমনের নেতৃত্বে এই পরিবার আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটায়। এই গোষ্ঠীই পরবর্তীকালে জাপানের বড় শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা *জাইবাৎসু*-তে পরিণত হয়। এই পরিবারের পাঁচ সদস্য ও দুজন কর্মচারীকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় বৃহত্তম জাইবাৎসু গোষ্ঠী উঠে আসে *সুমিতোমো* ফার্ম থেকে। *ওকুরা কিহাচিরো* নামে এক ধনী পরিবার বৃহৎ জাইবাৎসু ফার্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

সামুরাই শ্রেণী সাধারণভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও মুনাফা অর্জনকে ভালো চোখে না দেখলেও তাদের মধ্যে থেকেই বড় উদ্যোগের সূচনা হয়। তারা জাতীয় ব্যাঙ্কের 1/3 অংশ পুঁজি জোগান দিয়েছিল। তবে এইসব ব্যাঙ্কের পরিচালনার দায়িত্ব সামুরাই বা ডাইমিয়োদের হাতে নয়, তা ছিল সরকারের হাতে। তাদের মধ্যে থেকে অল্পজনই সফল হতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে তোসা গোষ্ঠীর *ইয়াসাকি ইয়াটারো* ছিলেন উল্লেখযোগ্য। প্রাক-পুনঃস্থাপন পর্বে তিনি নাগাসাকিতে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ পরিচালনার পাশাপাশি জাহাজ সংক্রান্ত স্বার্থকে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিণত করেন। এর নাম দেন *মিৎসুবিশি* কোম্পানী। মেইজি সরকার ইয়াসাকির মধ্যে ভবিষ্যৎ জাপানের জাহাজশিল্প বিকাশের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। 1874 খ্রীষ্টাব্দে সরকার ফরমোজায় অভিযান পাঠানোর জন্য 13টি বিদেশী জাহাজ ক্রয় করে এবং তা চালনা করার দায়িত্ব এবং পরবর্তীকালে মালিকানাও তাঁকে অর্পণ করা হয়। 1877 খ্রীষ্টাব্দে সাতসুমা বিদ্রোহের সময় তাঁকে পুনরায় নৌপরিবহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইভাবে যে *মিৎসুবিশি* কোম্পানীর সূচনা হয়েছিল তা ভবিষ্যতে জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাইবাৎসু গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আর একজন গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের জাইবাৎসু ব্যক্তিত্ব হলেন *আসানো সোইচিরো* এবং চতুর্থ বৃহত্তম জাইবাৎসু ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা *ইয়াসুদা জেনজিরো*।

শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কয়লা ও ধাতুর খনিগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। 1869 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ আর্থিক ও প্রযুক্তি সহায়তায় জাপানে প্রথম কয়লা খনি চালু হয়। পরে তা সরকার অধিগ্রহণ করে। 1873 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে *'Bureau of Mines'* দ্বারা 34 জন বিদেশী নিযুক্ত হন। 1880 খ্রীষ্টাব্দে সরকার আরও আটটি আধুনিক কয়লা খনির বিকাশে সক্ষম হয়। 1881 খ্রীষ্টাব্দে একটি আধুনিক লৌহখনিতে বিপুল সরকারী অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। ঐ বছরেই সরকারী উদ্যোগে জাপানের সোনা ও রূপার খনি 90% উৎপাদনে সক্ষম হয়। 1876-96 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানে খনিজ পদার্থের উৎপাদন প্রায় 700 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বস্ত্রশিল্পের পরেই সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত ছিল এই শিল্পে। *ক্যুশু* ও *হোক্কাইডো*-র কয়লা খনি থেকে প্রাপ্ত কয়লার অর্ধেক নবগঠিত শিল্পগুলির জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাতে থাকে। বাকী কয়লা ব্যবহৃত হত জাহাজ পরিবহনের জন্য। বিংশ শতকের গোড়ায় *আশিও* তাম্রখনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ তাম্র উৎপাদনকারী খনিতে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া 1871 খ্রীষ্টাব্দে যন্ত্রশিল্পের কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। টোকিও-তে 1875, 1876 এবং 1878 খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে সিমেন্ট, কাচ ও ইঁটের কারখানা স্থাপিত হয়।

বহির্বিশ্বের কাছে হঠাৎ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে জাপান যে ধরণের অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে মাত্র দেড় দশকের মধ্যেই জাপান শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। বিংশ শতকে যেভাবে জাপান বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল, তার বীজ নিহিত ছিল এই যুগের আর্থিক নীতির মধ্যে। *লকউড* তাঁর *"The Economic Development of Japan"* গ্রন্থে বলেছেন, সরকারী মদতে যে বেসরকারী উদ্যোগপতি বা *জাইবাৎসু*-দের জন্ম হয়েছিল তারাই পরবর্তীকালে জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলন করেছিল। *ই এইচ. নরম্যান* বলেছেন, এই *জাইবাৎসু*-রা ছিল আসলে *"...a financial oligarchy promoted by the state"*। *ই এস. ক্রকোর* লিখেছেন, শিল্প ও সামরিক খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদে সাধারণ মানুষের ভোগের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমানো হয় এবং 1945 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পরিমাণ এতটাই কম ছিল ও জাপানের জাতীয় আয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক এতটাই ক্ষীণ ছিল যে, এর সঙ্গে অবাধ অর্থনীতির মেলবন্ধন লক্ষ্য করা কষ্টসাধ্য। আসলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত কেউই *'Laissez faire'* বা অবাধ অর্থনীতির দর্শনের নৈতিক ভিত্তির দ্বারা প্রভাবিত হননি। রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থে অন্য একধরণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। আর এটাই ছিল মেইজি জাপানের পুঁজিবাদী উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য।